বাজেটে আয়কর বিষয়ক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ

১। স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার শ্রেণির করদাতার হার:

(ক) ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা নিম্নরূপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে:

বিদ্যমান করধাপ	বিদ্যমান করহার ২০২২-২০২৩	প্রস্তাবিত করধাপ	প্রস্তাবিত করহার ২০২৩-২০২৪
৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য	৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকার	৫%	পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকার	৫%
পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকার	১০%	পরবর্তী ৩,০০,০০০/-টাকার	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকার	১৫%	পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকার	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকার	২০%	পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকার	২০%
অবশিষ্ট টাকার উপর	২৫%	অবশিষ্ট টাকার উপর	২৫%

(খ) একই সাথে সাধারণ করদাতা ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার শ্রেণির করদাতার জন্য করমুক্ত আয়ের বিদ্যমান সীমা নিম্নরূপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে:

করমুক্ত আয়ের সীমা	প্রস্তাবিত ২০২৩-২০২৪
মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা	৪ লক্ষ টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৫ লক্ষ টাকা
তৃতীয় লিঙ্গ করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ;

২। ন্যূনতম করহার:

যে সকল করদাতার রিটার্ন দাখিলের আইনী বাধ্যবাধকতা রয়েছে তাদের আয়কর করমুক্ত সীমার মধ্যে থাকলেও ন্যূনতম ২০০০ (দুই হাজার) টাকা কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩। কোম্পানি করহার:

কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, ফান্ড ও অন্যান্য করারোপণযোগ্য করদাতার বিদ্যমান করহার ও অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪। ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ:

ব্যক্তি করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যের ভিত্তিতে করদাতার সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে নির্ধারিত প্রদেয় আয়করের উপর সারচার্জ আরোপ করা হয়। নিম্নোক্ত ভিত্তি ও হারে সারচার্জ আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা:

প্রস্তাবিত হার (২০২৩-২০২৪)	
৪ কোটি টাকা পর্যন্ত	শূন্য
৪ হতে ১০ কোটি; বা দুইটি মোটরগাড়ির মালিকানা; বা ৮,০০০ বর্গফুট বা তার অধিক গৃহ-সম্পত্তি	১০%
১০ হতে ২০ কোটি	২০%
২০ হতে ৫০ কোটি	৩০%
৫০ কোটি টাকার অধিক	৩৫%

তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী করদাতার সারচার্জ অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫। পরিবেশ সারচার্জ:

কোন ব্যক্তির একাধিক গাড়ী থাকলে একের অধিক যত গাড়ি থাকবে তার উপর নিম্নোক্তহারে সারচার্জ আরোপের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে:

ক্রঃনং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	হার (টাকায়)
১।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক	৩,৫০,০০০

৬। **বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ এবং বাংলাদেশ হইতে আকাশ, স্থল কিংবা জল পথে অন্য কোন দেশে গমনের ক্ষেত্রে যাত্রী প্রতি নিম্নোক্ত টেবিলে বর্ণিত হারে ভ্রমণ কর আরোপ ও আদায় করার প্রস্তাব করা হয়েছে:**

ক্রঃনং	ভ্রমণের ধরণ	করের পরিমাণ
১।	আকাশ পথে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, চীন, জাপান, হংকং, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া ও তাইওয়ান গমনের ক্ষেত্রে	৬০০০ (ছয় হাজার) টাকা
২।	আকাশ পথে সার্কভুক্ত কোন দেশে গমনের ক্ষেত্রে	২০০০ (দুই হাজার) টাকা
৩।	আকাশ পথে অন্য কোন দেশে গমনের ক্ষেত্রে	৪০০০ (চার হাজার) টাকা
৪।	আকাশ পথে দেশের অভ্যন্তরে গমনের ক্ষেত্রে	২০০ (দুই শত) টাকা
৫।	স্থল পথে যেকোন দেশে গমনের ক্ষেত্রে	১০০০ (এক হাজার) টাকা
৬।	জল পথে যেকোন দেশে গমনের ক্ষেত্রে	১০০০ (এক হাজার) টাকা

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের জন্য ভ্রমণ কর পরিশোধ হতে অব্যাহতির প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা:-

(ক) পাঁচ বৎসর বা তাহার চেয়ে কম বয়সের কোন যাত্রী ভ্রমণ কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবে;

(খ) বারো বৎসর পর্যন্ত বয়সের যাত্রীদের ক্ষেত্রে টেবিলে উল্লিখিত হারের অর্ধেক হারে কর আরোপ ও আদায় হইবে;

(গ) নিম্নশ্রেণীভুক্ত যাত্রীগণ বাংলাদেশ হইতে অন্য কোন দেশে গমনের ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন প্রদেয় ভ্রমণ কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবেন, যথা:

(অ) হজ্ব পালনের জন্য সৌদী আরব গমনকারী ব্যক্তি;

(আ) কোন ব্যক্তি যিনি অন্ধ বা ক্যান্সেরে আক্রান্ত রোগী বা স্ট্র্যাচার ব্যবহারকারী পঙ্গু ব্যক্তি;

(ই) জাতিসংঘের কর্মকর্তা ও তাঁহাদের পরিবারের সদস্যগণ;

(ঈ) বাংলাদেশে অবস্থিত কূটনীতিক মিশনের কূটনৈতিক মর্যাদাসম্পন্ন সদস্য ও তাঁহাদের পরিবারের সদস্যগণ;

(উ) বাংলাদেশে কর্মরত বিশ্বব্যাংক, জার্মান কারিগরী সংস্থা এবং জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এর স্টাফ ও তাঁহাদের পরিবারের সদস্যগণ;

(ঊ) বিমানে কর্তব্যরত ক্রু এর সদস্য;

(ঋ) বাংলাদেশের ভিসাবিহীন ট্রানজিট যাত্রী যাহারা বাহাত্তর ঘন্টার বেশী সময় বাংলাদেশে অবস্থান করিবেন না;

(এ) যে কোন বিমান সংস্থায় কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিক যিনি বিনা ভাড়ায় অথবা হ্রাসকৃত ভাড়ায় বিদেশ গমন করিবেন;

ভ্রমণ কর আদায় আরোপের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধান এবং প্রবিধান সংক্রান্ত অন্যান্য বিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭। Tax Return Preparer (TRP) Rules "আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা, ২০২৩" প্রণয়ন;

- আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজীকরণ ও আয়কর রিটার্ন দাখিলে উদ্বুদ্ধকরণে Tax Return Preparer (TRP) Rules "আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা, ২০২৩" প্রণয়ন এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- এই বিধিমালায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি উল্লেখ রয়েছে;

ক) একজন টিআরপি কিভাবে টিআরপি হিসাবে সনদ প্রাপ্ত হবেন;

খ) কিভাবে তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সম্পর্কিত হবেন;

গ) তিনি কার কার আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন;

ঘ) তার প্রণোদনার পরিমাণ কিভাবে নির্ধারিত হবে;

ঙ) কারা সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবেন;

চ) সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রণোদনার পরিমাণ কিভাবে নির্ধারিত হবে তা এই বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৮। উৎসে করহার যৌক্তিককরণঃ

(ক) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, তামাক পাতা, গুলসহ তামাকজাত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ৭% হতে ১০% নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(খ) বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত ভূমি এবং ভূমিতে নির্মিত ভবন, কাঠামো, ইত্যাদি হস্তান্তর হতে যৌক্তিক হারে উৎসে কর হার বৃদ্ধির প্রস্তাব কর হয়েছে।

(গ) কর প্রত্যর্পন কমাতে স্টীল উৎপাদনের কাঁচামাল ম্যাঙ্গানিজ আমদানিতে উৎস করহার ৩% হতে ২% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত ৩৩ হতে ৫০০ কেভি ক্যাবল সরবরাহে উৎস করহার ৭% হতে ৩% এ হ্রাস করা প্রস্তাব করা হয়েছে।

৯। প্রত্যক্ষ করব্যয় (Direct Tax Expenditure):

আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগ বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মাঠ পর্যায়ের বাস্তব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক "প্রত্যক্ষ করব্যয়" প্রাক্কলন করেছে, যা আয়কর বিভাগের সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জনকৃত। "প্রত্যক্ষ করব্যয়" (Direct Tax Expenditure) বলতে রেয়াত, ছাড়, অব্যাহতি, হ্রাসকৃত হারে করারোপ এবং মোট করযোগ্য আয় পরিগনণা হতে আয় বাদ দেয়াকে বোঝায়। এটি এক ধরনের কর ভর্তুকি। অর্থাৎ এই ভর্তুকি যদি কর হিসেবে আহরিত হতো তাহলে মোট আহরিত করের সাথে এটি যুক্ত হতো এবং করের পরিমাণ বৃদ্ধি হতো।

২০২০-২০২১ অর্থবর্ষের জন্য প্রযোজ্য উক্ত "প্রত্যক্ষ করব্যয়" এর মোট প্রাক্কলিত পরিমাণ ১,২৫,৮১৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে কর্পোরেট পর্যায়ে ৮৫,৩১৪ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ৪০,৪৯৯ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে, ২০২০-২০২১ অর্থবর্ষের জন্য এই "প্রত্যক্ষ কর ব্যয়" মোট জিডিপি এর ৩.৫৬%। ২০২৩-২০২৪ এর প্রক্ষেপিত মোট জিডিপি আকার বিবেচনায় নিয়ে চলমান অর্থবর্ষে প্রক্ষেপিত "প্রত্যক্ষ করব্যয়" এর মোট পরিমাণ হবে ১,৭৮,২৪১ কোটি টাকা। এর সাথে প্রাক্কলিত ভর্তুকির পরিমাণ যোগ করলে মোট ভর্তুকির পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৮৯,২২৮ কোটি টাকা।